বীর বাঙালির পুঁথি

(পুঁথির ভাষায় বাঙালির ইতিহাস)

রচনায়

বেলাল বেগ

সালাম দিলাম প্রণাম দিলাম ও ভাই বাঙালি
আমি কবি বেলাল বেগ প্রেমের কাঙালি।

আগে আল্লা নবী ২ মনে ভাবি প্রভু দয়া চাই, বাঙালী এক শ্রেষ্ঠ জাতি তোমারই কৃপায়। শোনেন ভাইবোনেরা ২ আপনারা যে যেখানে আছেন, যে কটা দিন হায়াত আছে মাইনষের মত বাঁচেন। মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী ২ সবাই জানি, দশ লক্ষ বছর, এই দুনিয়ায় বসত করে বংশ পরম্পর। শুনেন বিজ্ঞান বলে ২ আদ্যিকালে তিনটি জাতি ছিল, তিনটি যেন বড় নদী জগৎ ছাইয়া গেল। নদীর শাখা নদী ২ উপনদী, ছোট ছোট খাল, মানব জাতি ছড়িয়ে গেল এমনি চিরকাল। কত জাতে জাতে ২ কত খাতে, মেলামেশা হল, খাঁটি জাতির বড়াই লইয়া কেহ নাহি রল। তবু চেনা যায় ২ চেহারায়, মূল ছায়াটা ভাসে, রক্তের ভিতর যত শ্রোত যাক না কেন মিশে। আমরা মিশেল জাতি ২ মোদের জ্ঞাতি, সাঁওতাল ওড়াং দ্রাবীড়; আর্য মঙ্গল কত রক্ত করিয়াছে ভীড়। এত মিশেল হওয়ায় ২ যায় দেখা যায়, বহু চরিত্র, দোষেগুণে অপরূপ বাঙালির রক্ত। আমরা নদীর মত ২ অবিরত, কেবল চলি ধাই, ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেও ভাই, ভাটিয়ালি গাই।

শুনি বিশ্বাস যাও
বীর বাঙালি চালাইছিল ইতিহাসের নাও।। (ধূয়া)
এক বাঙালি বিজয় সিংহ, লংকা করে জয়
শ্রীলংকার মানুষ আজো দেয় পরিচয়।।
কাশ্মীর জোড়া রাজ্য ছিল, রাজা শশাংকের
আলেকজাণ্ডার ভয় করেছে বাঙালি বীরদের।।

জাভা দ্বীপে, বোর্নিওতে, আর সুমাত্রায়
সপ্তডিংগা যাইত সেথা বানিজ্য যাত্রায়।।
মসলিন বস্ত্র, জগৎশ্রেষ্ঠ, ইতিহাসে কয়
সারা বিশ্ব চাইত সে দিন বাঙালির মন জয়।।
লবন, চিনি, রং, সুগন্ধি, জাহাজ তৈরীর খ্যাতি,
প্রাচীন বাংলার বাঙালিরা ছিল জগৎজ্যোতি।।
আমেরিকা এখন যেমন শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ
হাজার বছর আগে ছিল তেমনি বাংলাদেশ।।
কলম্বাসের যাত্রা ছিল ভারতের উদ্দেশ
সেইখানেতে আছে জানি সোনার বাংলাদেশ।।
পথ ভুলিয়া আমেরিকায় আইল কলম্বাস
এমন কথার সাক্ষী দিল বিশ্ব ইতিহাস।।
ভারত যাবার পথ দেখালেন ভাসকোডা গামা
ছুটল এবার সাদা জাতি যায় না তাদের থামা।
বৃটিশ জাতি, পর্তূগীজ, ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ
হার্মাদেরা গাড়ল ঘাঁটি বঙ্গভূমির মাঝ।

বৃটিশ জাতি দখল নিল সুবায়ে বাংগাল
সেদিন থেকে সোনার বাঙলা হয়েছে কাঙাল।।
দুইশ বছর শাসন করে বৃটিশ দখলদার
বাঙালিদের ধন সম্পদ করিল পাচার।।
বৃটিশ জাতি চালাক অতি চিকন বুদ্ধি দিয়া
বাঙালি যে জাতি ছিল দিল ভুলাইয়া।।
হিন্দু মুসলিম ধর্মের নামে দিল লেলাইয়া
ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনি জাতিত্ব ভুলিয়া।।

শোনেন শোনেন ভাইরে ২ বলি যাইরে, সত্য ইতিহাস, বিশাল এলাকায় ছিল বঙ্গাল জাতির বাস। পূরবে বার্মাদেশ ২ পরিবেশ, পাহাড় জঙ্গল ঘেরা, পশ্চিমে উড়িষ্যা ভূমি ভিন্ন নদী দ্বারা। দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর ২ জলের আকর, সীমা সরহদ নাই, উত্তরেতে হিমালয় আসমান ছুঁইয়া যায়। দেখেন আল্লার খেলা ২ মহান লীলা, বঙগ জাতির দেশ, পাহাড় নদী সাগর জঙ্গল দুর্গ পরিবেশ। কত নদীনালা ২ হয় সুফলা, শ্যামল চারিধার, পশু পাখি মাছে মিলে কেমন চমৎকার। অতি অল্পশ্রমে ২ উর্বর ভূমে ফসল হত বেশি, অবসরে উঠত বাজি সহজ সুখের বাঁশি। শুনেন অল্পে তুষ্ট ২ ভাবে পুষ্ট, সহজ জীবন যার, হিংসা বিদ্বেষ তাহার জন্য ছিল চিন্তার বার। ছিল সুন্দর মন ২ অনুক্ষন অতি উচ্চভাব, শ'ান্ত সরল সহজ ছিল বাঙালির

স্বভাব। শুনেন এই দুনিয়ায় ২ যায় দেখা যায়, বহু ধর্ম আছে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খৃষ্টান চেনা সবার কাছে। এসব প্রাচীন ধর্ম ২ কত মর্ম ভিন্ন ভিন্ন মত, বাঙাল জাতির নিজের ধর্ম কেবল প্রেমের পথ। নদীয়ার শান্তিপুরে ২ গানের সুরে, চৈতন্য দেব কয়, মানব ধর্মের আসল কথা প্রেমে পরিচয়। বাঙালির এই প্রেম স্বভাব ২ মহান ভাব, হাজার বছর ধরি, আজো ভাইরে নাড়া দেয় কইলজার বঁটু ধরি। ভাইরে কীর্তন গানে ২ কোন উজানে মন পবন যায় ভাসি, মন পাখিরে বাঁধতে লাগে লালন শাহের রশি। ভাইরে হাছন রাজা ২ রাজার রাজা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধা রমন, নজরুল ইসলাম বাঙালিরই সুর। ভাইরে আব্বাস উদ্দিন ২ জসিমুদ্দিন, জারি সারি গান, ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া কাড়ি নিল প্রাণ। ভাইরে মাইজভাণ্ডারী ২ প্রেম কাণ্ডারী, মুণি ঋষির ধ্যান, মনের ভিতর বাত্তি জ্বালি দিত সহজ জ্ঞান। এখন ভাবেন মনে ২ কোন লগনে প্রেমের রশি দিয়া, বাঙালিরে বাঙালিরা ফেলিল বানধিয়া। বাঙালির একজন কবি ২ মহারবি চণ্ডীদাসে কয়, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই। যখন এই কথা ২ শেষ কথা বাঙালিরা বলে, পৃথিবীর অর্ধেক ছিল অন্ধকারের তলে। তখন আমেরিকা ২ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া দেশ, অজানা অচেনা ছিল, ছিল নিরুদ্দেশ। তখন ইউরোপে ২ ডাইনী রূপে পোড়াই মারত নারী, এখন তারা সভ্যতার দেখায় বাহাদুরী। যখন মানুষ থাকে ২ উচ্চ ভাবে, মহান ও উদার, ঝরণার মত মনে নাচে অসীম কর্মধার। শুনেন বাঙালিরা ২ কর্মধারা, ছড়ায় চারিধার, মধুর লোভে বিদেশীরা আসত বারম্বার। যেমন হিউয়েন সাঙ, ফা হিয়েন, ইবনে বতুতা, কত পণ্ডিত লিখে গেছেন অফুরান কথা।

হায়রে এমন জাতি, কি দুর্গতি, ইতিহাসে পায়, সে সব কথা লিখতে আমার বক্ষ ফাটি যায়।
(পুঁথির সুরে)

বাঙালি যে জাতি ছিল, জানত জনগনে, তার গৌরব ছিল না ভাই কোন রাজার মনে।
এক দেশে এক জাতি ছিলনা এই প্রথা, একই সংগে অনেক রাজা সে সব অনেক কথা।
বঙ্গরাজ্য একটি হল মোগল যুগে এসে তারই দখল নিল ইংরেজ ক্ষমতায় বসে।
ইংরেজ জাতির লক্ষ্য ছিল শোষন ও লুণ্ঠন, ভয়ে ত্রাসে চুপ মেরে যায় দেশের জনগন।
এ সুযোগে অনেক লোকে দালাল বনে যায়, ইংরেজে প্রভুর পা চাটিয়া জমিদারী পায়।
ইংলিশ ভাষা শিখি কেহ বড় চাকুরী পায়, গ্রামগঞ্জের মানুষ তখন বড় নিরুপায়।
ইংরেজ প্রভুর খেদমতকারী হল শহরবাসী, ব্যবসায়ী উকিল ডাক্তার কত কারা খুশি।
দুনম্বর বাঙালি এক জাতি তৈরি হল, এরা সব ছোটলোক ইংরেজেরা কইল।

এদের দিয়ে গড়ে উঠে ইংরেজের শাসন, ধ্বংস হল বঙ্গদেশ বাঙালি জীবন। এর আগে তিতুমীরে ইংরেজ হটাবারে বাঁশের কেল্লা দিয়া বীর মরনযুদ্ধ করে। ইংরেজের শাসন যখন পাকাপোক্ত হয়, অস্ত্র দিয়া খেদান তাদের আর সম্ভব নয়। এমন সময় কিছু লোকের হল বুদ্ধিজ্ঞান ধীরে ধীরে শুরু হল জাতীয় সংগ্রাম। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ, বঙ্কিম, মধুসুধন, কাজী নজরুল। এরা মিলে খুলে দিল বাঙালির চোখ, চিত্তরঞ্জন, সুভাস বসু দেখাইলেন রোখ। বাঙালির জাগরণ কে রুধিতে পারে, এককালে ছিলো যারা

সভ্যতার শিখরে। ক্ষুদিরাম সূর্যসেন সহস্র সন্তান, স্বাধীনতার জন্য দিলেন আত্মবলিদান। ইংরেজ জাতি চালাক অতি ভাবি মনে মনে, হিন্দু-মুসলিম আগুন জ্বালায় অতিসর্ন্তপনে। হিন্দু-মুসলিম রক্তদাঙ্গায় লক্ষ মানুষ মরে, দেশ বিভাগে কোটি মানুষ নিঃস্ব হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ ভাগ করিল বৃটিশ নাফরমান, ধর্মের নামে বিষ খাইল হিন্দু-মুসলমান। মুসলমানের নতুন রাষ্ট্র নাম পাকিস্তান, আল্লার নামে শুরু হল ইসলামিক শাসন। ধর্মের নামে রাষ্ট্র চালায় শোষক লুটেরা, এ কথাটি বুইঝা ফেলল বাঙালি ভাইরা। মানুষ যদি মানুষ তবে সমান অধিকার, থাকা খাওয়ার গ্যারান্টি আর সমান ইজ্জতদার। লুটেরা শাসক যদি রাষ্ট্র মালিক হয়, সে রাষ্ট্র কোনদিনও বাঙালির নয়। সোহরাওয়ার্দ্দি হক ভাসানী মণি সিংহ নেতা, সবার মুখে উঠল ধ্বনি আসল সত্য কথা।

শুনেন পাকিস্তান ২ ফাঁকিস্থান, ধর্মের বুলি সার, বাঙালিদের ভাতে মারার ফন্দি চমৎকার। মোদের টাকা নিয়া ২ বানাইয়া করাচীর স্বর্গ, মাথার উপর ঝুলায় তারা লুণ্ঠনের খড়্গ। তাদের নিয়ত খারাব ২ শত্রুতা ভাব, দাস বানাইতে চাইয়া, বাংলা ভাষা নাকচ করে হিন্দু ভাষা কইয়া। লোকের চোখ খুলিল ২ গর্জি উঠল, মুষ্টিবদ্ধ হাতে, ধনী গরীব সকল মানুষ জাগিল একসাথে। গণআন্দোলনে ২ লোকের মনে প্রথম এল ভাষা, ভাষা থাকলে থাকবে বাঁচি জাতির সকল আশা। উনিশ শ বায়ান্ন সনে ২ শত্রগনে গুলি চালাই দিল, সালাম বরকত, রফিক, জব্বার শহীদ হইয়া গেল। হল শহীদ দিবস ২ করে শপথ, লক্ষ কোটি জন, মাতুভাষার জন্য তারা করে মরণ পণ। মানুষ জিতে গেল ২ বাংলা পেল রাষ্ট্রভাষার মান, বাঙালি যে একটা জাতি হল তার প্রমাণ। চুয়ান্নর নির্বাচনে ২ জনগনে পষ্ট রায় দিল, ২১ দফার দাবিগুলি জাতির লক্ষ্য হল। বাতিল মুসলিম লীগে ২ কবর দিলে বাংলার জনগনে, ষড়যন্ত্র দেখা দিল এবার পাকিস্তানে। এল মিলিটারী ২ ডিকটেটারি, মার্শাল আইয়ূব খান, রাক্ষুসী রূপ ধারণ করে মুসলিম পাকিস্তান। এবার বাঙালিরা ২ রক্তের ধারা, উদার ধর্ম মত, আবার তারা বেছে নিল আন্দোলনের পথ। জমে আন্দোলন ২ ক্রমে ক্রমে স্বাধিকারের দাবী, ৬-১১ দফা হল সংগ্রামের ছবি। জমে আন্দোলন ২ ঘন ঘন, ঝড়ের গতি পায়, শেখ মুজিবকে শ্রেষ্ঠ নেতা জনগন বানায়। এল নেতার ডাক ২ বজ্রহাঁক বঙ্গবন্ধুর বাণী, স্বাধীনতার জন্য দিব সমস্ত কোরবানি। ঘরে ঘরে দুর্গ হল ২ অস্ত্র নিল বাঙালি তার হাতে, রক্ত দিয়ে গোসল হবে মৃত্যু ঝরা রাতে। যুদ্ধ শুরু হল ২ দেখাই দিল যুদ্ধ কারে কয়, নয় মাসে দেশ স্বাধীন হল পৃথিবীর বিস্ময়। বাঙালি মরতে জানে ২ সবাই জানে তিরিশ লক্ষ প্রাণ, তার উপরে বাংলাদেশের হয়েছে নির্মান। শুনেন জজ ব্যাস্টার ২ অফিসার, শুনেন পিয়ন ভাই, গার্মেন্টস বোন, মাছ বেপারি, তোমারে জানাই। শুনেন ড্রাইভার ভাই, ২ শ্রমিক ভাই, দর্জি ফেরিওয়ালা, স্কুল কলেজ ছাত্র মাস্টার যত বিদ্যাঅলা। শুনেন বাংলা দেশ ২ গৌরব দেশ অতি সচেতন, ইতিহাসে বাঙালিদের এ রাষ্ট্রই প্রথম। শুনেন বাংলাদেশ ২ এক নির্দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাণী, তাহার জন্য কোটি মানুষ দিয়াছে কোরবানী। শুনেন বাংলাদেশ ২ এক নির্দেশ, চন্ডীদাসের গান, সবার উপর মানুষ সত্য জ্বলে অনির্বান। শুনেন বাংলাদেশ ২ কথা শেষ বাঙালির দেশ, সাধারনের রক্তমাখা বাংলাদেশের বেশ।

(পুঁথির সুরে)

বাঙালিদের প্রথম রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার নাম, লাল সবুজের পতাকাতে বাঙালির সুনাম। শেখ মুজিবর জাতির পিতা সাধারণ সন্তান, সোনার বাংলা গড়তে তিনি সোনার মানুষ চান। দুঃখী মাইনষের সুখের জন্য শপথ করিলেন, সেইমত সব মানুষের সাহায্য চাইলেন। ধর্ম নিয়া বাড়াবাড়ি চলিবেনা আর, অন্ন-বস্ত্র থাকা খাওয়ার সমান অধিকার। ফালতু যত রাজনীতির হবে অবসান, সবার আগে বড় কাজ ভাগ্য উন্নয়ন। যুদ্ধ ধ্বংসে বাংলাদেশের সবই ভাঙ্গাচোরা, রেল সড়ক ব্রীজ কালভার্ট সারা দেশ জোড়া। চট্টগ্রামে বন্দর বন্ধ, মাইন ভর্তি খাঁড়ি, বাইরে থেকে ক্যামনে আসবে সাহায্য তাড়াতাড়ি। চারি দিকে অব্যবস্থা, আবেগ উচ্ছ্বাস ভরা, দরকার ছিল শাসন তখন বড় কঠিন কড়া। দেশের নিয়ম নীতি বৃটিশ জাতির তাও চালূ রয়,স্বাধীন দেশে গোলাম রীতি বাঁধ্ অবশ্যই। স্বাধীন দেশের জন্য চাই নতুন শাসন যন্ত্র, রাতারাতি ক্যামনে হবে কোন সে যাদুমন্ত্র। বঙ্গবন্ধু ভেবে দেখেন রাষ্ট্র জনতার, তারাই শুধু মালিক হবে সকল ক্ষমতার্। বাকশাল হল সেই চিন্তার মহা আয়োজন, জনগনের হাতে যাবে জনপ্রশাসন। এইভাবে দেশের দখল নেবে জনগন, এ সুযোগটি দিল না আর জাতির শত্রুগন। সপরিবার বঙ্গবন্ধু, জেলখানায় চার নেতা, হত্যা হল লেখা হল কলঙ্ক গাঁথা। তারপরে ঘুরে গেল ইতিহাসের চাকা, ধর্মের নামে স্বৈরাচারে দেশ পড়ল ঢাকা। যে জনগন জেগেছিল একাত্তর সালে, তারা আবার চাপা পড়ে অন্ধকারের তলে। রাষ্ট্র নিয়ে খেলায় মাতে একপাল শহুর‍্যা, বঙ্গবন্ধু বলতেন তাদের সাফ কাপুড়্যা। সেই বন্ধুরে খুন করেছে শহুর‍্যা বদমাস, তারাই করে বাংলাদেশের সকল সর্বনাশ। একদল মিলিটারী ২ আত্মম্ভরি, নির্বোধ অতিশয়, বাংলাদেশের জন্য আনে বড় বিপর্যয়। তারা কায়েম করে ২ দেশের পরে, মিলিটারী রাজ, মুশতাক মিয়ার মাথায় দিল ক্ষমতার তাজ। মুশতাক সাক্ষী গোপাল ২ আসল হাল, কজন খুনির হাতে, হঠাৎ তাদের পতন হল যেন বজ্রঘাতে। আইল অন্য দল ২ গণ্ডগোল, আর্মিদের ভিতর, খুনি ডালিম, ফারুক রশীদ পালায় দেশান্তর। খালেদ মুশাররফে ২ এবার ভাবে, দেশের রাজা সে, তার বিরুদ্ধে সাহস করি দাঁড়ায় আবার কে। কর্ণেল তাহের আসি ২ ধরে রশি, খুনাখুনির পর, সিংহাসনে বসাই দিল জিয়ারে তারপর। জিয়া শক্তকরি ২ ধরেন দড়ি, তাহের খেল ফাঁসি, দেশোদ্ধারের নামে অনেক রক্ত গেল ভাসি। জিয়ার রাজ্য শাসন, কথন ভাষন, আইয়ূব খানের মত, তার পেছনে দাঁড়ায় আসি অনেক অনুগত। জিয়ার ভাগ্য ভাল ২ সুনাম ছিল, দেশবাসীর কাছে, ক্রমে ক্রমে ভীড়ল তারা তাহার মঞ্চপাশে । জিয়া শক্ত করেন ২ নিজের আসন, বানান নিজের দল, মিলিটারী সিভিল হল আইয়ূবী কৌশল। আবার মিলিটারী ২ মারামারি, জিয়া হল খুন, দেশের মাঝে আবার তারা জ্বালাইল আগুন। ঘটায় অভ্যুত্থান ২ ক্ষমতা পান, জেনারেল এরশাদ, তিনিও একটি দল গড়িলেন, জিয়ার দলটা বাদ। হায়রে হোসেন এরশাদ ২ কত সাধ পূর্ণ করেন তিনি, তিনি হলেন স্বৈরাচারের শ্রেষ্ঠ শিরোমণি। এরশাদ ধুরন্ধর ২ নয় বছর, চালাইল সরকার, সবার জন্য সুযোগ দিলেন লুট করিবার। যত চাটুকারে, জাপায় ভীড়ে, গোল্লায় গেল দেশ, বাংলা দেশে রইলনা আর সভ্য পরিবেশ। হায়রে অনাচারে ২ দেশ ভরে, বাঁচার উপায় কি, ১৫ বছর মিলিটারী খাইয়া গেল ঘি। শুনেন এইভাবে ২ চরম ভাবে যখন হতাশা, বাঙালির বুকে জাগে নতুন এক আশা। শুনেন বন্ধু ভাই ২ দেখতে পাই, এক হাজার বছর আগে এমন হয়েছিল বাঙালির ভিতর। একবার রাজা নাই ২ দেশে তাই, অত্যাচার লুণ্ঠন, মাছের পোনা খায় যেমন মাছের মায়েগন। শুনেন এ অবস্থায় ২ কি ব্যবস্থা হবে প্রয়োজন, সবাই মিলে করে একজন রাজা নির্বাচন। গোপাল

রাজা হল ২ শান্তি হল দেশে পুনরায়, রাঙালিরা নিজের ব্যথা নিজেরা সারায়। শুনেন নব্বই সনে ২ ঐ নিয়মে, নতুন আশা হয়, রাজনীতিকদের মনে জাগে নতুন এক প্রত্যয়। তারা দল বাধিল ২ হটিয়ে দিল ভন্ডামির সরকার, গদি ছেড়ে জেলে গেল এরশাদ স্বৈরাচার। দেশে ভোট হল ২ অবাধ হল, বিএনপির জয়, গনতন্ত্রের যাত্রা শুরু অতি সুনিশ্চয়। সরকার প্রচার দিল ২ চালু হল, অবাধ অর্থনীতি, জাপা, জামাত, আওয়ামী লীগ দিল সম্মতি।

তবে আওয়ামী লীগ ২ দিগ্বিদিক, জ্ঞানশূন্য হইয়া, নির্বাচনকে হেয় করে কারচুপি কইয়া। তারা দোসর করে ২ জামাতেরে, করে আন্দোলন, নিরপেক্ষ সরকার দিয়া হবে নির্বাচন। আন্দোলন সফল হল ২ চালু হল, অস্থায়ী সরকার, শুধু মাত্র কাজ তাদের নির্বাচন করবার। এবার নির্বাচনে ২ জনগনে, নতুন রায় দিল, আওয়ামী লীগ জয়ী হইয়া ক্ষমতায় গেল। সুরে বদল নাই ২ গলা হাঁকায়, বলে বিএনপি, নির্বাচনে গালদ আছে, আছে কারচুপি। আরো জোরেশোরে ২ প্রকাশ করে, বিএনপি শপথ, আওয়ামীকে দেখিয়ে দেবে তাদের চেনা পথ। যাত্রার শুরু থেকে ২ বয়কট করে, পার্লামেন্টের কাজ, লং মার্চ হরতাল উলঙ্গ সন্ত্রাস। বিএনপি ব্যর্থ হয় ২ দেশময়, না পড়িল সাড়া, ভোট যুদ্ধে একা হলে হবে রাজ্যহারা। তারা জোট পাকায় ২ হাত মিলায়, বিরোধীরা যত, ভুলে গিয়ে শত্রুতা আর পিছন ছুরির ক্ষত। খেলে ভোটের খেলা! ২ ছলাকলা, শত্রমিত্র নাই, এই দেখি খুনাখুনি, এই দেখি ভাই।

মানুষ অসহায় ২ শুনেন ভাই, অতি সত্য কথা, সব কিছু আজ নষ্ট দেখি পায়ের থেকে মাথা। ভাইরে বিচার আচার ২ সুখসুবিধার, সহায়সম্পদ কম, পুলিশ দিয়া সম্ভব নয় আর অপরাধ দমন। ভাইরে লেখাপড়া ২ লক্ষ্য হারা কোন মানে নাই, ছাত্রগনের নামে মানুষ ভয়েতে পালায়। ভাইরে রাজনীতি ২ গুণ্ডানীতি, বাঁচার উপায় নাই, যেই দিকে যাইনা কেন কারো গুলি খাই। দেশের অর্থনীতি ২ শোষন নীতি, রাজনীতির দালাল, ঋনখেলাপি, চোরাচালান সবই যে হালাল। ভাইরে শক্তিঅলা ২ অস্ত্রঅলা, টাকাঅলা সাঁই, সব দলেতে মেলামেশা, সমান দেখতে পাই। শুনেন ভয়ঙ্কর ২ নিরক্ষর বাঙালি মানুষ, হরহামিসা ধোকা খায়, হায়রে বেহুঁশ। মানুষ বড় গরীব, এমন গরীব দুনিয়াতে নাই, কেনাবেচা হয় তারা চোখের ঈশারায়। নেতারা ধাপ্পা দেয় ২ ভোট নেয়, টাকা অস্ত্র দিয়া, খালি খালি জান দিবে কে প্রতিবাদ করিয়া। শুনেন আসল কথা ২ সার কথা, রসুনের গোড়া, লুটেরা চাটার দল এক রক্তে গড়া। শুনেন আওয়ামী লীগ ২ কথা ঠিক, আর বিএনপি, নীতিফিতি কিছু নাই বাকি আর ফাঁকি।

হায়রে স্বাধীনতা ২ কথার কথা, মুক্তিযুদ্ধের বুলি, ক্ষমতায় গেলে তাদের মুখোশ পরে খুলি। ভাইরে আসল সত্য ২ উপযুক্ত, নেতানেত্রী নাই, মানুষেরে ভালবাসে এমন দলও নাই। সরকারের কর্মচারী ২ মাথা ভারী, ঘুষখোর লুটেরা, ওই বেটাদের তোয়াজ করে ফালতু নেতারা। শুনেন এইভাবে ২ ব্যর্থভাবে, ৩৫বছর, বাঙালির সময় কাটে অশান্তির ভিতর। নেতৃত্বের বিকাশ নেই ২ সময় যায়, এমন সুযোগ পাইয়া, দেশের শত্রু তলে তলে গেল একজোট হইয়া। তারা ক্ষতি করে ২ সমাজেরে, প্রতিবন্ধক হইয়া, গণতন্ত্র ধ্বংস করে স্বৈরতন্ত্র দিয়া। হায়রে বাংলাদেশী ২ আত্মনাশী, বড় অর্বাচীন, স্বাধীনতা আনি তারা হল পরাধীন।

তোমরা করবা নি বিচার
ক্ষেতের বাইগুন ট্যাংরায় খাইল
এই কি অনাচার।।

বাংলাদেশের মালিক আমরা বাঙালি জাতি, হাজার হাজার বছর ধরি করি বসতি। আমরা অতি সরল মানুষ সাদাসিধা মন, অল্পে খুশি আত্মভোলা নিরীহ জীবন। মোরা সহ্য করি ধৈর্য ধরি বহু অত্যাচার, ক্ষেপে গেলে তখন করি বিহিত ব্যবস্থার। সাফ কাপুড়্যা মানুষগুলির বড় অত্যাচার, তার একটা বিহিত চাই, চুড়ান্ত বিচার। আমার দেশে সাফ কাপুড়্যা আছে যত পার্টি, তারা এখন অদরকারী পান্তাভাতে ঘি। এখন দরকার রণহুংকার, মানুষ্যত্বের ডাক, ছুটে আস বীর বাঙালি, হাঁকো রণহাঁক। নিজের পায়ে খাড়াও আবার বুক ফুলাইয় কও, তুমি একটা বীরের জাতি ফেলনা ফালতু নও। যারে খুশি তারে বল অন্যায় বন্ধ কর, না শুনিলে তার গালে কষে চড় মার। সাহস করি না দাঁড়ালে জনসাধারণ, ব্যর্থ হবে স্বাধীনতা বাঙালি জীবন। তুমি যদি বাঙালি হও শুন দিয়া মন গ্রামে গঞ্জে বাঙালিরা জাগিছে এখন।

মা বোনেরা জাগিতেছে নিয়া অধিকার , পুরুষ লোকের সাথে নিচ্ছে দায়িত্বের ভার। নিজেদের নেতানেত্রী ঠিক যেন থাকে, নষ্ট যেন হয়না তারা চুরি ঘুষের চাপে। নিজের ঘরে সন্ত্রাসীদের টুটি চেপে ধর, চোরডাকাতের ঘাটিগুলি সবাই ধ্বংস কর। চাঁদা বাজি সন্ত্রাসীতে ছাত্র নাম যার, সেই বেজন্মা সন্তান নয় বাঙালি বাবার। চোর লুটেরা খুনি লম্পট ঘুষখোর পাপীজন, তারা যেন হয়না কারও আত্মীয় স্বজন। আলস্যরে ঘৃনা কর, কাজে মন লাগাও। পরিশ্রমে মুক্তি আনে এই শিক্ষা নাও। তুমি আমি খাড়া হলে দেশের খুঁটি হবে, তোমার আমার শক্তি হলে দেশ জাগিবে তবে। তুমি আমি সৎ হলে সন্তান হবে সৎ, তোমার আমার মিল মহব্বত দেশের ভবিষ্যত। তোমার আমার চাপ পড়িলে জাগবে জনগন, তাদের ভয়ে চলবে সোজা সরকারের শাসন। সঠিক ভাবে দেশ চলিলে দারিদ্র দূর হবে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা সত্য হবে তবে। গনতন্ত্রের নিয়ম হল প্রকাশ্য কারবার, পার্লামেন্ট যেন একটা মস্ত পরিবার। সবার আছে মতামত, সমান অধিকার, সব মানুষের সমান সুযোগ কথা বলিবার। জবরদস্তি দিয়া ভাইরে চলেনা সরকার, এই কথাটা বুঝে নেয়া অত্যন্ত দরকার। ক্ষমতাসীণ কোন সরকার ব্যর্থ যদি হয়, ক্ষমতার গদি তারা হারাবে নিশ্চয়। সরকার আসবে সরকার যাবে, থাকবে নিয়মনীতি, সকল কথার শেষ কথা জনসম্মতি। চন্দ্রসূর্য যে নিয়মে উঠে আর ডোবে, গণতান্ত্রিক শাসন ভাইরে চলে সেই ভাবে। বাংলাদেশে এই নিয়ম চিরস্থায়ী হলে, বাঙাল জাতি ধন্য ধন্য হবে ধরাতলে। বাঙালিদের নিজের রাষ্ট্র চলবে নিজের মতে, মুক্যিুদ্ধের বিজয় নিশান উড়বে পথে পথে। জয় বাংলা, জয় বাঙালি, বাংলার ইতিহাস, ন্যায়-নীতি শান্তি সুখের হবে অধিবাস।

কবিতা সাঙ্গ হল, বেলাল চাইল অনন্ত বিদায়, মানুষ আসে মানুষ যায়, কথা থ্াইক্যা যায়।
আসসালামুআলাইকুম, নমস্কার, গুডবাই।

-২য় সংস্করন। প্রকাশকাল ২৫জুলাই ,০৬, নিউইয়র্ক। এ সংস্করনের প্রস্তুতকরন, মুদ্রন ও প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ অমর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস